জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস ২০২২

বিশেষ ক্রোড়পত্র | প্রকাশনায়: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | সহযোগিতায়: তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

বাণী

১৪ ফাল্গুন ১৪২৮
২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন 'পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ' ও 'বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)'র যৌথ উদ্যোগে 'জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস ২০২২' উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সঠিক তথ্য ও নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান প্রাপ্তির লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র ও পৃথক সংস্থা হিসেবে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা হিসেবে বিবিএস জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে নীতিনির্ধারণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সময়োপযোগী ও নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করে আসছে। বিবিএস কর্তৃক তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ও অগ্রগামী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গঠনের প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ২০৩০ এর অনুসমর্থনকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিভিন্ন সূচক পরিমাপ, বাস্তবায়ন ও অর্জনে অঙ্গীকারবদ্ধ। এছাড়া 'রূপকল্প ২০৪১', অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০- জুন ২০২৫), ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তর ও চরম দারিদ্র্য নিরসন, চলমান কোভিড-১৯ অতিমারির প্রভাবে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে বিবিএস কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য-উপাত্ত যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণে মূল নিয়ামক হিসেবে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। আমি আশা করি, জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস পালনের মধ্য দিয়ে দেশের সকল খাতে পরিসংখ্যানের প্রয়োগ বৃদ্ধি পাবে যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে সহায়ক হবে।

আমি 'জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস ২০২২' উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

উন্নয়নের সূচক সমূহঃ

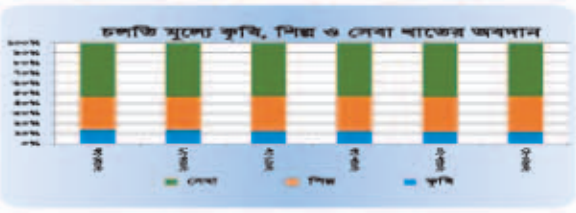

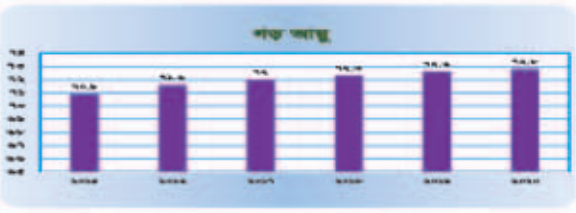

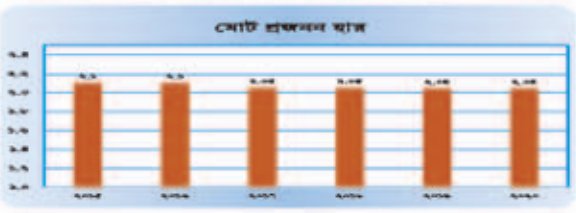

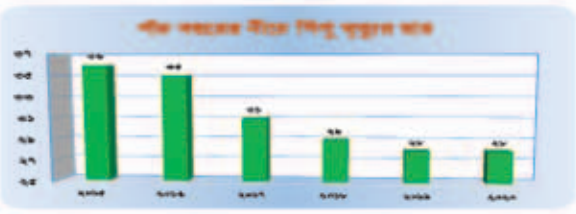

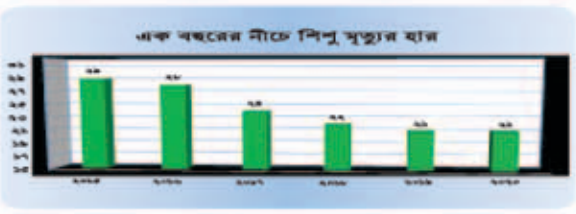

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

১৪ ফাল্গুন ১৪২৮
২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) মিডিয়ার মতো 'জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস' পালন করছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'তথ্যের পরিসংখ্যান উন্নত জীবনের লেখন' যা পরিসংখ্যানের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও ব্যবহারের গুরুত্ব বহন করে।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশে সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরিসংখ্যান কার্যক্রমে নিয়োজিত ৮টি পৃথক সংস্থাকে একীভূত ও সুসংবিধ করে ১৯৭৪ সালে বিবিএস প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে বিবিএস-এর সার্বিক কর্মকাণ্ড সমন্বয়, তত্ত্বাবধান ও সচিবিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় পরিসংখ্যান বিভাগ।

পরিসংখ্যান একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির পরিমাপক। আমি বিশ্বাস করি, টেকসই উন্নয়ন-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সঠিক, নির্ভরযোগ্য এবং সময়োপযোগী পরিসংখ্যান ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। আওয়ামী লীগ সরকার সকল ক্ষেত্রে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য গ্রহণযোগ্য ও মানসম্পন্ন পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও প্রকাশ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কোভিড-১৯ অতিমারির সংকট মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানিক তথ্য-উপাত্তের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। করোনা সংকটকালে সরকার দ্রুত সহায়তা ও প্রণোদনাসহ সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে মৃত্যুহার হ্রাস এবং অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে সক্ষম হয়েছে।

আমি মনে করি, জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস পালনের মাধ্যমে পেশাগতভাবে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করার একটি অনন্য সুযোগ। আমরা সময়োপযোগী সঠিক পরিসংখ্যানের সহায়তায় যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ করে ২০৪১ সালের মধ্যে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হবো, ইনশাআল্লাহ।

আমি 'জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস ২০২২' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

১৪ ফাল্গুন ১৪২৮
২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধ্যস্তাধীন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর যৌথ উদ্যোগে মুজিব শতবর্ষে ২৭ ফেব্রুয়ারি দেশে 'জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস ২০২২' উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এবারে 'জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস ২০২২' এর মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'তথ্যের পরিসংখ্যান উন্নত জীবনের লেখন'।

পরিসংখ্যান একটি দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটিয়ে রোগের যা ঠিক দেশের অগ্রগতি ও বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরে। বর্তমান সরকার বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণে বদ্ধপরিকর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১২ সালে পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণে 'পরিসংখ্যান বিভাগ' এর নাম পরিবর্তন করে 'পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ' করেন এবং পরিসংখ্যানকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ৮ জুন, ২০২০ খ্রীষ্টাব্দে বিশেষ বৈঠকে ২৭ ফেব্রুয়ারি-কে 'জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেন।

সরকারের পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়নে অগ্রগতি সাধন, দারিদ্র্য বিমোচন, বাসিন্দা সম্পদায়ন, বেকারত্ব দূরীকরণসহ সামগ্রিক বিষয়ে নির্ভুল ও সময়োপযোগী পরিসংখ্যানের কোন বিকল্প নেই। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রয়োজন সঠিক নীতিনির্ধারণ এবং নীতিনির্ধারণকে গতিশীল করে সময়োচিত পরিসংখ্যান। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বিভিন্ন জরিপ ও জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি), পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ফেজিং প্ল্যান বাস্তবায়নে তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে যা সত্যিই প্রশংসনীয়।

আমি 'জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস ২০২২' উদযাপন এর সার্বিক সফলতে আন্তরিক কামনা করছি এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো আগামীতে আরো যুগোপযোগী ও বিশ্বমানের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

এম. এ. মান্নান এমপি

সচিব
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাণী

১৪ ফাল্গুন ১৪২৮
২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ রবিবার জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস। বিভিন্ন আয়োজনের মধ্য দিয়ে সারাদেশে ডিজিটাইজেশনের মত জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস উদযাপন হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আজকের এ উদযাপনের দিনে এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে সব ধরনের তথ্য-উপাত্ত জনগণের কাছে সহজলভ্য করার জন্য ও পরিসংখ্যানের গুরুত্ব সম্পর্কে জনগণকে অবগত করার জন্য জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস পালনের গুরুত্ব অপরিসীম। পরিসংখ্যানের এ গুরুত্বকে উপলব্ধি করে গত ০৮ জুন ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতি বছর ২৭ ফেব্রুয়ারি 'জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

বিভিন্ন দেশে জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থার মাধ্যমে দেশের প্রয়োজনীয় সব তথ্য-উপাত্ত সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয়, যা দেশের সকল পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা হলো বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। বর্তমানে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোই সরকারি পরিসংখ্যান প্রকল্প ও প্রকাশের জন্য আইন স্বীকৃত একমাত্র সংস্থা।

পরিকল্পনা ছাড়া কোন কাজই সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। আর সঠিকভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিসংখ্যান। পরিসংখ্যান রাষ্ট্রের প্রশাসনিক নীতিনির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি দ্রুত অগ্রসরমান অর্থনীতিকে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব অপরিসীম। অত্যন্তরূপ দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন এবং সার্বিকভাবে জাতীয় উন্নয়নের জন্য সঠিক ও সময়োচিত পরিসংখ্যানের কোন বিকল্প নেই। এছাড়াও, দেকিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০- জুন ২০২৫), রূপকল্প ২০৪১, বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ সহ সকল জাতীয় ও আঞ্চলিক মাইলফলক অর্জনের জন্যও সঠিক পরিসংখ্যান অপরিহার্য। আমি আশা করি, জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস পালন এর মধ্য দিয়ে দেশের পরিসংখ্যানের গুরুত্ব সাধারণ জনগণের কাছে আরো সুদৃঢ়ভাবে তুলিয়ে ধরতে সক্ষম হবে। জাতীয় পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠান সমন্বিত তথ্য সংগ্রহে আরো সক্রিয় ও কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ অব্যাহত রাখবে আমার এই প্রত্যাশা থাকবে।

আমি 'জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস ২০২২' উদযাপনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

ড. শামসুল আলম

মহাপরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

বাণী

১৪ ফাল্গুন ১৪২৮
২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২

তথ্য-প্রযুক্তির ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে বর্তমানের সঙ্গে সার্বক্ষণিক সমন্বয় ও নির্ভুল তথ্যের আদান প্রদান নিশ্চিতকরণে তথ্য সংগ্রহের উন্নয়নের লক্ষ্যে ২৭ ফেব্রুয়ারি দেশে ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে 'জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস ২০২২' পালিত হতে যাচ্ছে। এবার 'জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস ২০২২'-এর প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে 'তথ্যের পরিসংখ্যান উন্নত জীবনের লেখন'।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগাধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা হিসেবে সরকারি পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাশ করে থাকে। বিশেষ করে জাতীয় এবং আঞ্চলিক পরিকল্পনা প্রণয়নে নিয়োজিত পরিকল্পনাবিদ, নীতিনির্ধারক, গবেষক ও বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, একাডেমি এবং জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য বর্ষভিত্তিক বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংকলন, বিশ্লেষণ ও প্রকাশের দায়িত্ব বিবিএস পালন করে আসছে।

জনগণের উন্নত জীবনযাত্রা নিশ্চিতকরণে এবং সমৃদ্ধ দেশ-জনগণ বিনির্মাণে তথ্য সংগ্রহের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নে নির্ভুল তথ্য ও পর্যাপ্ত পরিসংখ্যান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যোগ্যকন্যা, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষিণীয় নেতৃত্বে অত্যন্তপূর্ণ অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের ফলে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের নিকট 'মধ্যম আয়ের দেশ' হিসেবে পরিচিত। এই অর্জনের অন্যতম কারণের মধ্যে অন্যতম হলো জনগণ ও সমাজোপযোগী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন যা গ্রহণ এবং সেক্ষেত্রের যথাযথ বাস্তবায়ন। বলাবাহুল্য, এই উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের পশ্চাতে গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্টকের কাজ করেছে বিবিএস কর্তৃক প্রদত্ত যথাযথ ও নির্ভরযোগ্য তথ্য-পরিসংখ্যান।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগাধীন বিবিএস জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিদেশ অথবা দেশের জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে। উল্লেখ্য, বিবিএস জনশুমারি, কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) জরিপ, অর্থনৈতিক জরিপ-সহ অন্যান্য জরিপ ও জরিপের পাশাপাশি ডিজিটাল ডিভিজনের পরিচালন, ডেমো ফুন্যান্টাল (সিপিআই), মধ্যবর্তী ব্যয় সূচক-সহ অন্যান্য সূচকের ডিভিজনের পরিবর্তন নিয়মনীতির কাজ করে থাকে।

বর্তমান সরকারের 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১', ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০- জুন ২০২৫), 'রূপকল্প ২০৪১', ফেজিং প্ল্যান-সহ সকল জাতীয় পরিকল্পনা এবং আন্তর্জাতিক কর্তৃক ঘোষিত 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট' যা এসডিজি (২০১৬-২০৩০) বাস্তবায়ন অর্জন-সহ সামগ্রিক প্রগতি অর্জনে সময়োচিত তথ্য-পরিসংখ্যান সরবরাহে বিবিএস-এর ভূমিকা অপরিসীম। এবারের জাতীয় পরিসংখ্যান দিবসের প্রতিপাদ্যের যথার্থ অনুসারী বিবিএস নানা ধরনের তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও প্রকাশ করে জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় পর্যায়ে তাদের চাহিদা পূরণ করছে এবং করে আসছে। বিবিএস 'পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩' এবং 'জাতীয় পরিসংখ্যান উন্নয়ন কৌশলপত্র' (এনএসডিএস)-এর আলোকে দেশের উন্নয়নের গতিধারা অব্যাহত রাখতে শুধু নয়, বরং তাকে আরও এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। বিশেষত কোভিড ১৯-এর দুর্যোগময় দুঃখের কোভিডের বিবিএস সরকার কর্তৃক চাহিদা বিভিন্ন তথ্য নিয়মিতভাবে সরবরাহ করেছে এবং এখনও করছে।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং বিবিএস-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস ২০২২' উদযাপন কর্মসূচির সর্বাঙ্গীণ সফলতা আন্তরিক সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ কামনা করি।

'জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস ২০২২' সফল হোক।

ড. শাহনাজ আরেফিন, এনডিসি

মহাপরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

বাণী

১৪ ফাল্গুন ১৪২৮
২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২

আজ ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস। বাংলাদেশে ডিজিটাইজেশন মধ্যে উদযাপিত হচ্ছে 'জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস'। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবে নিয়ে সার্বক্ষণিক হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত ও আর্থ-সামাজিক চিত্র তুলে ধরার লক্ষ্যে পরিসংখ্যান। পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ অনুযায়ী জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কার্যকরী পরিবীক্ষণের জন্য সকল ধরনের তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করে আসছে। বিবিএস কর্তৃক প্রকাশিত আন্তর্জাতিক মানের তথ্য-উপাত্ত বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত ও সমাদৃত। এমনিতে পরবর্তীতে বিশ্বের সকল আধুনিক প্রযুক্তির উপযোগে পরিচালিত পরিসংখ্যান ব্যবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ অর্জন পরিবীক্ষণে বিবিএস এবং সর্বত্র প্রশংসিত হচ্ছে। দেশের সাধারণ জনগণ ও অংশীজনের কাছে সকল ধরনের তথ্য-উপাত্ত পৌঁছে দিতে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমান আয়োজনে দিবসটি উদযাপনে দেশের সকল উপজেলা, জেলা ও বিভাগে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এবারে দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় হলো 'তথ্যের পরিসংখ্যান উন্নত জীবনের লেখন'।

দেশের দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে সঠিক ও সময়মুখী পরিসংখ্যানের ব্যবহার অপরিহার্য। প্রতিটি সেক্টরে নির্ভুল ও সময়োচিত পরিসংখ্যানের প্রয়োগ খুব দ্রুতই উন্নয়নশীল দেশে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারে। আমি রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণে ও উন্নয়ন কাজে প্রয়োগে পরিসংখ্যান হচ্ছে একটি অতীব জরুরী বিষয়।

দেশের শিল্প, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, জনশক্তি, কৃষি, নারী উন্নয়ন, মানবসম্পদ, পরিবেশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও গবেষণার জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো সরকারি পরিসংখ্যান সরবরাহ করে আসছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে বিবিএস এবং অভীষ্ট তথ্য-উপাত্ত প্রস্তুতকরণ আর্থ-সামাজিক সূচকসমূহ প্রস্তুতকরণ করে আসছে। উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য সূচকসমূহের টেকসই অভ্যাত্রা বিশিক্ত করার লক্ষ্যে ও সংস্থাকে হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত বিবিএস জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা হিসেবে যথাসাধ্যে প্রস্তুতকরণ করে জাতিসংঘের উন্নয়ন কমিটিকে সরবরাহ করছে। বিবএস সরকারের জনগণ তথ্য-উপাত্ত সরবরাহে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যা টেকসই উন্নয়নের পাশাপাশি ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। তথ্য-উপাত্তের জনগত মান ও অংশীজন তথ্য জনগণের চাহিদার প্রতি বিবিএস এখন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। জনগণের দোরগোড়ায় বিবিএস-এর দেশে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বিবিএস-এর সকল প্রকাশনা ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার মতো যুগোপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিবিএস তথ্য-উপাত্ত প্রস্তুতকরণে আন্তর্জাতিক পরিচালনীতি এবং জাতিক পরিসংখ্যানের সকল নিয়মনীতি যুগোপযোগী অনুসরণ করে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে।

পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ এর ধারা-১০ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে উন্নয়ন পরিকল্পনার সকল পর্যায়ে সরকারি পরিসংখ্যানের ব্যবহার বিশিক্ত করার জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক মধ্য পর্যায়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রমে সমাজের সকল শ্রেণি ও পেশার অংশগ্রহণ সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

আমি দেশের সর্বস্তরের জনগণের কাছে তথ্য-উপাত্ত সরবরাহে ঐকান্ত আহ্বান জানিয়ে 'জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস ২০২২' উদযাপনের গৃহীত সকল কার্যক্রমে আগামীতের সফলের সহযোগিতা কামনা করছি।

মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

মুদ্রণে: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।